بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৭ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় সারিয়্যা মুনযের বিন আমর বা বি'রে মউনার সেনাভিযানের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং ফিলিস্তিনের মুসলমান, বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি এবং পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ সারিয়্যা হযরত মুনযের বিন আমর তথা বি'রে মউনার যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বর্ণনা করব। এটিও চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। কারও কারও মতে এটি সারিয়্যা রাজী'র পূর্বে আবার কতেকের মতে এটি রাজী'র যুদ্ধাভিযানের পরে সংঘটিত হয়েছিল। এ অভিযানে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন **হযরত মুনযের বিন আমর (রা.)** তাই এই যুদ্ধাভিযানটি তার নামেও সুপরিচিত। এছাড়া মক্কা থেকে মদীনার পথে বনু সালিম গোত্রের এলাকায় অবস্থিত **বি'রে মউনা** নামক একটি কূপের নামেও এর নামকরণ করা হয়। এই যুদ্ধাভিযানে যেসব যুবক সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রায় সবাই ক্বারী এবং কুরআনের হাফিয ছিলেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সারিয়্যা বি'রে মউনার পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্রে কুরাইশের সাথে সুলায়েম ও গাতফান গোত্রের সখ্যতা ছিল। বনু আমের গোত্রের এক নেতা আবু বারাআ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) অত্যন্ত নম্রতা ও স্নেহের সাথে তাকে ইসলামের তবলীগ করেন। সে মনোযোগের সাথে মহানবী (সা.)-এর বক্তব্য শোনার পর তাঁর কাছে আবেদন করে, আপনি আমার সাথে আপনার কয়েকজন সাহাবীকে প্রেরণ করুন যেন তারা নজদবাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে পারে। মহানবী (সা.) বলেন, আমার তো নজদবাসীর ওপর কোনো আস্থা নেই। তখন আবু বারাআ স্বয়ং তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলে তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে প্রেরণ করেন। বুখারী'র বর্ণনানুযায়ী রীল ও যাকওয়ান গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে ইসলাম গ্রহণের কথা বলে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য কিছু সংখ্যক সাহাবীকে প্রেরণের আবেদন জানালে মহানবী (সা.) ৭০জন সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে প্রেরণ করেন।

সারিয়্যা রাজী'র ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরও **মহানবী (সা.)-এর এই দল প্রেরণের কারণ** সম্পর্কে একজন লেখক লিখেছেন, মহানবী (সা.) সর্বদা এ চিন্তায়ই মগ্ন থাকতেন যে, কীভাবে সারা বিশ্বে আল্লাহ্‌র ধর্ম ইসলাম জয়লাভ করবে, সমগ্র বিশ্বের মানুষ ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হবে এবং এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব অবলম্বন করবে। একারণে তিনি ইসলামের প্রচারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন এবং এর জন্য যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এ কারণেই নজদবাসীর পক্ষ থেকে বিপদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে

এবং আবু বারাআ'র নিশ্চয়তা প্রদানে আশ্বস্ত হয়ে তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে এই অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন।

এ সময় মহানবী (সা.) আমের বিন তোফায়েল এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। আমের বিন তোফায়েল বনু আমের গোত্রের এক সম্মানিত ও অহংকারী নেতা ছিল এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়্যতের অংশীদার হয়ে সে শহরের অধিবাসীদের ওপর রাজত্ব করা কিংবা মহানবী (সা.)-এর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রস্তাব সহ মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেছিল। যদিও হুযূরে পাক (সা.) তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কিন্তু তার মঙ্গল কামনায় তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে এই পত্র প্রেরণ করেছিলেন।

হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.) হযরত যায়েদ বিন কা'ব এবং **হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ (রা.)**-কে সাথে নিয়ে পত্রটি পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি তার সাথীদের অদূরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমের বিন তোফায়েলের কাছে উপস্থিত হন। আমের প্রথমে কপটতাস্বরূপ তার সাথে ভালোভাবে কথা বললেও যখন হারাম বিন মিলহান (রা.) ইসলামের তবলীগ করতে শুরু করেন তখন উপস্থিত লোকেরা আমেরের ইশারায় প্রতারণামূলকভাবে তাকে পেছনদিক থেকে বর্শা দ্বারা আঘাত করে শহীদ করে। এরপর আমের বিন তোফায়েল বনু আমের গোত্রের লোকদেরকে অবশিষ্ট মুসলমানদের ওপর আক্রমণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু তারা আক্রমণ করতে অস্বীকার করে, কেননা আবু বারাআ মুহাম্মদ (সা.)-কে সাহাবীদের নিরাপত্তার জামানত দিয়েছিল। তখন আমের বিন তোফায়েল– **বনু রে'ল, যাকওয়ান ও আসিয়্যা**'র গোত্রের লোকদের নিয়ে বাকী মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে। তারা মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলে আর যেহেতু আক্রমণকারীদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল তাই এ লড়াইয়ে দু'জন ছাড়া অবশিষ্ট সকল সাহাবী ঘটনাস্থলেই শাহাদতবরণ করেন।

হযরত আমের বিন ফুহায়রা (রা.) এই ঘটনায় আক্রান্ত হবার পর শাহাদতের পূর্বে যে বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তা হলো, **'ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা** অর্থাৎ, কাবা'র প্রভুর কসম! আমি সফলতা লাভ করেছি। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের সময় তাঁর সঙ্গী হবারও সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, এরপর তিনিও বি'রে মউনা যুদ্ধাভিযানে শাহাদত বরণ করেন। তার হন্তারক **জব্বার বিন সালামাহ্** যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বলেন; আমি যখন আমের বিন ফুহায়রাকে শহীদ করেছিলাম তখন তার মুখ থেকে নির্গত হয়, **ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা** অর্থাৎ, কাবা'র প্রভুর কসম! আমি সফলতা লাভ করেছি। এ কথাটি নিয়ে আমি চিন্তা করতে থাকি যে, একথা বলার উদ্দেশ্য কি? একজন মানুষ তার মৃত্যুর সময় আপনজনদের স্মরণ না করে একথা কেন বললো! পরবর্তীতে আমি যখন লোকদেরকে জিজ্ঞেস করি যে, তার কী হয়েছিল? সে একথা কেন বললো? উত্তরে একজন জানায়, **মুসলমানরা শহীদ হওয়াকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ মনে করে। আমার হৃদয়ে তার এ কথার এমন গভীর প্রভাব পড়ে যে, আমি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যাই।**

এ সারিয়্যায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত সাহাবীর নাম ইতিহাসে উল্লেখ নেই, বিভিন্ন স্থানে ২৯জনের নাম পাওয়া যায়। তাদের মাঝে জীবিত ছিলেন মাত্র ২জন সাহাবী, **হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামেরী (রা.) এবং হযরত কা'ব বিন যায়েদ (রা.)**। কোনো কোনো বর্ণনামতে হযরত আমর বিন উমাইয়্যা এবং মুনযের বিন মুহাম্মদ কিংবা বা হারেস বিন সিম্মা (রা.) বেঁচে ছিলেন। ঘটনার সময় তারা উট চড়াতে অদূরে কোথাও গিয়েছিলেন। নিকটে গিয়ে ঘটনা দেখার পর মুনযের (রা.) বলেন, আমাদের এখন কী করা উচিত? আমর (রা.) বলেন, আমাদের দ্রুত মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে অবগত করা উচিত। **মুনযের (রা.) বলেন, এখানে আমাদের নেতাপতি শহীদ হয়েছেন, তাই আমরা এখান থেকে পালাতে পারি না। এরপর মুনযের বিন মুহাম্মদ (রা.)ও লড়াই করতে গিয়ে শাহাদতবরণ করেন**। আর **হযরত কা'ব বিন যায়েদ** (রা.) সম্পর্কে পাওয়া যায় মুশরিকরা তাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল তাই তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন।

সারিয়্যা রাজী' এবং সারিয়্যা বি'রে মউনার ঘটনার সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রায় একই সময়ে এসে পৌঁছে যার ফলে তিনি (সা.) চরম কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি এতটা কষ্ট পেয়েছিলেন যে, এরূপ কষ্ট না পূর্বে কখনো পেয়েছিলেন আর না পরবর্তীতে কখনো পেয়েছেন। এভাবে প্রতারণার খপ্পরে পড়ে প্রায় ৮০জন নিষ্ঠাবান সাহাবীর শাহাদত যেন মহানবী (সা.)-এর কাছে তাঁর ৮০জন পুত্রের মৃত্যুর খবর পাওয়ার নামান্তর ছিল। যাহোক, তিনি (সা.) এ দুর্ঘটনার কথা শুনে অনেক কষ্টে ধৈর্যধারণ করেন এবং **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন** পাঠ করেন এবং একথা বলে নিশ্চুপ হয়ে যান যে, **এটি আবু বারাআ'র কারসাজি ছিল, আমি তো তাদেরকে প্রেরণ করতে চাইনি**। এরপর তিনি এক মাস যাবৎ প্রতিদিন ফজরের নামাযে দাঁড়িয়ে **'যাকওয়ান ও বনু লিহইয়ান**' গোত্রের বিরুদ্ধে অভিসম্পাত বর্ষণ করে বলেন, **হে আল্লাহ্! বনু লিহইয়ান' রে'ল এবং যাকওয়ানের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করো এবং আসিয়্যার প্রতিও, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করেছে। আল্লাহ্ তা'লা গাফ্ফার গোত্রকে ক্ষমা করুন আর আসলাম গোত্রকে নিরাপদ রাখুন।**

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, রাজী' এবং বি'রে মউনার হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) সেদিন থেকে লাগাতার ত্রিশদিন প্রত্যহ সকালের নামাযে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিগলিতচিত্তে **রে'ল, যাকওয়ান, আসিয়্যা এবং বনু লিহইয়ানের নাম উল্লেখ করে করে খোদা তা'লার সমীপে এই দোয়া করেন যে, 'হে আমার মালিক! তুমি আমাদের প্রতি দয়া করো এবং ইসলামের শত্রুদের হাতকে প্রতিহত করো যা তোমার ধর্মকে নির্মূল করার জন্য এরূপ নির্দয় এবং পাষণ্ডতার সাথে নিষ্পাপ মুসলমানদের রক্ত ঝড়াচ্ছে।**

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, 'যেমনটি আমি সর্বদা তাহরীক করে আসছি, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত অত্যাচারীদের শাস্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ার জন্যও দোয়া করুন। পৃথিবী অতি দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং যুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। আল্লাহ্ তা'লা

আহমদীদেরকে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম এবং এর মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষা করুন। পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও বিশেষভাবে দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কৃপা করুন এবং অত্যাচারীদের হাত থেকে তাদেরকে মুক্তি দিন', আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)